বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

কর্ম্মিমণ্ডলী, শান্তিনিকেতন

আনন্দবাজার-২০২৫

বিশ্বভারতীর প্রথা অনুসারে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী ২১/০৯/২০২৫, রবিবার গৌরপ্রাঙ্গণে 'আনন্দবাজার' অনুষ্ঠিত হবে । বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা প্রদর্শনী ও দোকান করতে ইচ্ছুক তারা আগামী ১৫/০৯/২০২৫ সোমবার বিকেল ০৬.০০ টার মধ্যে যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছে জমা দিতে অনুরোধ জানাই । নিয়মাবলী ও আবেদনপত্র সংযোজন করা হল (আবেদনপত্রের প্রতিলিপি গৃহীত হবে) । উল্লেখ্য, দোকান বন্টনের ক্ষেত্রে কর্ম্মিমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.

দোকান তৈরীর জন্য লোহার ল্যান্ডিং ম্যাট (লোহার গ্রীল) ও বাঁশের খুঁটির নূন্যতম প্রয়োজনীয় সংখ্যা দলপতির স্বাক্ষর ও মোবাইল নং সহ ১৮/০৯/২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকেল ০৫.০০ টার মধ্যে উদ্যান বিভাগে জমা দিতে হবে ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ:

১। শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ প্রামাণিক – কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার -- শান্তিনিকেতন

২। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু সরকার -- শিক্ষাভবন লাইব্রেরী -- শান্তিনিকেতন

৩। শ্রীযুক্ত সুকুমার দাস -- পি.এস.ভি.লাইব্রেরী – শ্রীনিকেতন

৪। শ্রীযুক্ত দিনেশ সিং – পাঠভবন দপ্তর – শান্তিনিকেতন

৫। শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র পাল – বিনয় ভবন – শান্তিনিকেতন

সৌম্য ব্যানার্জী
২৫/০৮/২০২৫
বিশ্বজিৎ মজুমদার
যুগ্ম-সম্পাদক ২৫/০৮/২৫

কর্ম্মিমণ্ডলী, শান্তিনিকেতন

[illegible signature]
যুগ্ম-সম্পাদক ২৫/৮/২৫

সেবাশাখা

কর্ম্মিমন্ডলী, শান্তিনিকেতন

২৫/০৮/২০২৫

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী
विश्वभारती
VISVA-BHARATI
সেবাশাখা
কর্ম্মিমণ্ডলী, শান্তিনিকেতন
আনন্দবাজার-২০২৫
আবেদনপত্র

দোকানের নাম :	
ভবন/বিভাগের নাম :	
অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের/কর্মীদের নাম :	

আনন্দবাজারে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের/কর্মীদের অঙ্গীকার :

'প্রস্তাবিত দোকানে সর্বদা নজর দেওয়ার দায়িত্ব লইয়া আনন্দবাজার চলাকালীন উক্ত দোকানে উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইলাম।' তৎসহ —

ক) আনন্দবাজারের সাধারণ নিয়মাবলী মানিয়া চলিব;

খ) আনন্দবাজারের আগের দিন (২০/০৯/২০২৫) গৌরপ্রাঙ্গণে কোনোরূপ দোকানের কাঠামো নির্মাণ করিব না।

খ) দোকানে কোনোরূপ সাউন্ড সিস্টেম বাজাইব না;

গ) অবাঞ্ছিত/বিতর্কিত কোনোপ্রকার ব্যঙ্গচিত্র দোকানে প্রদর্শন করিব না;

ঘ) আয়-ব্যয়ের হিসাবসমেত লভ্যাংশ সেবা শাখার যুগ্ম-সম্পাদকের অথবা সেবাশাখার সদস্যগণের নিকট আনন্দবাজারের দিন/নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই জমা দিব।

দলপতির পূর্ণ স্বাক্ষর (মোবাইল নং সহ)

ভবন/বিভাগ :

সংশ্লিষ্ট ভবনের অধ্যক্ষের অনুমতি স্বাক্ষর

(সিল সহ)

ভারপ্রাপ্ত কর্মী/অধ্যাপকের সম্মতি ও পূর্ণ স্বাক্ষর

(মোবাইল নং ও মেল আই.ডি. সহ)

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

সেবাশাখা

কর্মিমণ্ডলী, শান্তিনিকেতন

আনন্দবাজার-২০২৫

নিয়মাবলী

০১) আনন্দবাজারের আগের দিন (২০/০৯/২০২৫), রাত্রিতে দোকান তৈরি সংক্রান্ত কোনোরকম কাজকর্ম নিষিদ্ধ ও অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে, অন্যথায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে।
কেবলমাত্র আনন্দবাজারের দিন (২১/০৯/২০২৫) সকাল ৬.৩০ থেকে দোকান তৈরির কাজ-কর্ম শুরু করা যাবে।

০২) আনন্দবাজার একটি উৎসব, কাজেই দোকানপাট, অভিনয়, প্রদর্শনী প্রভৃতি যা কিছু এর অন্তর্গত সে সবই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর ও শোভন করে তুলতে হবে। সর্বত্রই যথাযথ সুরুচি, সুশৃঙ্খল ও শিল্পবোধের পরিচয় থাকা চাই।

০৩) আনন্দবাজারের উদ্দেশ্য নির্মল আনন্দ ও সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক জগৎ সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুটা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করা। আর সেই সঙ্গে দরিদ্রসেবার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। এই আনন্দবাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি অঙ্গ ।

০৪) আনন্দবাজার শিক্ষার অঙ্গ বলেই যাঁরা এতে যোগ দেবেন তাঁদের সকলের সাধুতা, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

০৫) খাবারের দোকানগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত সকল প্রকার ব্যবস্থার দৃষ্টান্তস্থল করে তুলতে হবে।

০৬) বাইরের দোকানের তৈরি খাবার আনন্দবাজারে বিক্রয় করা নিষেধ।

০৭) আমিষ জাতীয় খাবার আনন্দবাজারে বিক্রয় করা কঠোরভাবে নিষেধ।

০৮) কমপক্ষে ৮(আট) জন ছাত্র-ছাত্রী মিলে দোকান করতে হবে। এদের সঙ্গে বিশ্বভারতীর ১(এক) জন করে অধ্যাপক অথবা কর্মী প্রতিটি দোকানের ভারপ্রাপ্ত থাকবেন। **দোকানে কাজ করার জন্য আবেদনপত্রে দলপতির নাম উল্লেখ করতে হবে ।** ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনপত্রে নিজ-নিজ বিভাগের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক/কর্মীর অনুমোদন থাকা আবশ্যিক। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক/কর্মীর কাছ থেকেই টাকা-পয়সা ও হিসাবপত্র বুঝে নেওয়া হবে।

০৯) এক ব্যক্তি একাধিক স্টলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

১০) জিনিসপত্রের দাম যাতে অত্যধিক না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১১) দোকানের হিসাব ও মোট লাভের টাকা আনন্দবাজারের দিন, রাত্রি ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত, এবং পরের দিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত পাঠভবন গ্রন্থাগারের (শমীন্দ্র শিশু পাঠাগার) সামনে অপেক্ষারত সম্পাদক, সেবাশাখার নিকট অবশ্যই জমা দিতে হবে।

১২) বিকেল ৪টে থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত দোকানগুলি খোলা থাকবে। দোকান খোলা ও বন্ধ করার ব্যাপারে সময়ানুবর্তিতা বিশেষ প্রয়োজন।

১৩) বিভিন্ন দোকানের মধ্যে সুরুচি, শৃঙ্খলা ও শিল্পবোধের অভিব্যক্তি থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।

১৪) কোন দোকানেই কোনোরকম সাউন্ড সিস্টেম বাজানো যাবে না। কেন্দ্রীয়ভাবে একমাত্র কর্মিমণ্ডলীর মঞ্চে রবীন্দ্র সংগীত কিংবা উচ্চাঙ্গ সংগীত বাজানো যাবে।

১৫) আনন্দবাজারের দিন গৌরপ্রাঙ্গণ অঞ্চলে সাইকেল নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডে সাইকেল রাখতে হবে।

১৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে আনন্দবাজার স্থগিত থাকবে।

দলপতির স্বাক্ষর | ভারপ্রাপ্তের স্বাক্ষর